১০ এস. সি. আর. ১০৮০

টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস লিমিটেড বনাম

বিশাল ঘিসুলাল জৈন, সংকল্প প্রফেশনাল, এসকে হুইলস প্রাইভেট লিমিটেড

(২০২০ সালের দেওয়ানি আপিল নং ৩০৪৫)

২৩শে নভেম্বর,২০২১

[ডঃ ধনঞ্জয় ওয়াই চন্দ্রচূড় এবং এ. এস. বোপান্না, বিচারপতিদ্বয়]

দেউলিয়া ও দিওয়ালিয়া বিধি ২০১৬--ধারা ৬০ (৫) (গ)--চুক্তিভিত্তিক বিরোধ--৬০ (৫) (গ) এর অধীনে এন.সি.এল.টি-র অবশিষ্টাংশের এখতিয়ার, যদি আহ্বান করা যেতে পারে--আপিলকারী এবং উত্তরদাতা-কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার মধ্যে বিল্ড ফেজ ফ্যাসিলিটিজ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, তারপরে একটি ফ্যাসিলিটিজ চুক্তি হয়--কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষা পরিচালনার জন্য আপিলকারীকে নির্দিষ্ট নির্দিষ্টকরণ, সুবিধা প্রদান করেছিলেন--আপীলকারী কর্তৃক জারি করা সমাপ্তি বিজ্ঞপ্তি--এন.সি.এল.টি-র আদেশ দ্বারা প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ--আপিলে, স্থির হয়েছেঃ আপীলকারী কর্পোরেট ঋণদাতার পরিষেবাগুলি গ্রহণ করছিলেন এবং তার দ্বারা ইজারা দেওয়া সম্পত্তি ব্যবহার করছিলেন--কর্পোরেট দেওলিয়া সংকল্প প্রক্রিয়া (সিআইআরপি) শুরু হওয়ার আগে, আপিলকারী একাধিকবার কর্পোরেট ঋণগ্রহীতাকে জানিয়েছিলেন যে তার পরিষেবাগুলিতে ত্রুটি রয়েছে এবং সুবিধা চুক্তির জরিমানা এবং সমাপ্তির ধারাগুলি প্রয়োগ করা যেতে পারে--কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার দেউলিয়াত্বের সাথে সম্পর্কহীন কারণের ভিত্তিতে চুক্তির সমাপ্তি হলে এনসিএলটি-এর অবশিষ্ট এখতিয়ার প্রয়োগ করা যাবে না--বর্তমান ক্ষেত্রে, এমন কিছু ইঙ্গিত করার নেই যে সুবিধা চুক্তির সমাপ্তি কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার দেউলিয়া হওয়ার কারণে হয়েছিল--সুতরাং, কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার দেউলিয়া হওয়ার কারণে উদ্ভূত বর্তমান চুক্তিগত বিরোধটি বিবেচনা করার জন্য এনসিএলটি-এর কোনও অবশিষ্ট এখতিয়ার নেই--এনসিএলএটি-এর রায় বাতিল - আপিলকারীর বিরুদ্ধে শুরু হওয়া মামলা এখতিয়ার না থাকার কারণে খারিজ।

দেউলিয়া এবং দেউলিয়া বিধি ২০১৬--ধারা ২৩৮--স্থির হয়েছেঃ ধারা ২৩৮ অনুসারে, আইবিসি অন্যান্য আইনকে অগ্রাহ্য করে, যার মধ্যে আইনের ভিত্তিতে কার্যকর যেকোনো দলিলও অন্তর্ভুক্ত।

দেউলিয়া এবং দেউলিয়া বিধি ২০১৬--ধারা ১৪, ৬০ (৫) (গ)--স্থির হয়েছেঃ গুজরাটে উর্জা বিকাশ বনাম অমিত গুপ্তা এবং অন্যান্যরা, ২০২১ (৩) এসসিএএলই ৭৭৬-এ প্রতিবেদন করা,

টিসিএস লিমিটেড বনামবিশাল ঘিসুলাল জৈন, সংকল্প প্রফেশনাল, ১০৮১

এসকে হুইলস প্রাইভেট লিমিটেড

মামলায় স্থির করা হয়েছিল যে, আই. বি. সি-র অধীনে পরিকল্পিত বিচার বিভাগীয় হস্তক্ষেপের ভিত্তিতে এন.সি.এল.টি-র এখতিয়ার ধারা ১৪ দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়--এটি দেউলিয়া নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত বা উত্থাপিত আইন এবং তথ্য সম্পর্কিত প্রশ্নগুলির বিচার করার জন্য ধারা ৬০(৫)(গ) এর অধীনে তার অবশিষ্ট এখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারে--তদুপরি, গুজরাটে উর্জায় তৈরি সংকীর্ণ ব্যতিক্রমটি এনসিএলটি এবং এনসিএলএটি-কে অন্তর্বর্তীকালীন ত্রাণের জন্য প্রার্থনা পরীক্ষা করার সময়ও মনে রাখতে হবে--এন.সি.এল.টি-র অবশিষ্ট ক্ষমতার অনুশীলন উক্ত সিদ্ধান্ত দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত--একটি চুক্তি বাতিল করার জন্য কোনও পক্ষের চুক্তিবদ্ধ অধিকারে হস্তক্ষেপের বিষয়ে এন.সি.এল.টি এবং এন.সি.এল.টি-কে জারি করা সতর্কতার নোট।

আপিল নিষ্পত্তি করে, আদালত

স্থির করেছে: ১.১) ধারা ২৩৮-এ বলা হয়েছে যে আইবিসি আইনের ভিত্তিতে কার্যকর যে কোনও উপকরণ সহ অন্যান্য আইনগুলিকে অগ্রাহ্য করে। ধারা ৬০ (৫) (গ) কর্পোরেট ঋণদাতার দেউলিয়া সমাধান থেকে বা সম্পর্কিত যে কোনও আইন বা সত্যের প্রশ্ন বিচার করার জন্য এনসিএলটি-কে অবশিষ্ট এখতিয়ার প্রদান করে। সুবিধা চুক্তির প্রকরণ ১২ (ঘ)-তে বলা হয়েছে যে চুক্তি সম্পর্কিত পক্ষগুলির মধ্যে যে কোনও বিরোধ সালিশের বিষয় হতে পারে। তবে, আইবিসি-র ধারা ২৩৮-এর অধীনে সুবিধা চুক্তি একটি 'উপকরণ' হওয়ায় আইবিসি-র বিধান দ্বারা অগ্রাহ্য করা যেতে পারে। পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধকে সালিশের কাছে পাঠানোর জন্য একটি ধারার অস্তিত্ব কর্পোরেট ঋণদাতার দেউলিয়া সম্পর্কিত বিরোধের বিচারের জন্য ধারা ৬০ (৫) (গ) এর অধীনে তার অবশিষ্ট ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য এনসিএলটি-র এখতিয়ারকে সরিয়ে দেয় না।

ইন্ডাস বায়োটেক (পি) লিমিটেড বনাম কোটাক ইন্ডিয়া ভেঞ্চার (অফশোর) তহবিল ২০১৯ সালের ৪৮ নম্বর সালিশি আবেদন (দেওয়ানি) মামলায় ২৬.০৩.২০২১ তারিখের সুপ্রিম কোর্টের রায়-এর উপর নির্ভরশীল।

১.২) যদিও আর. পি-র দায়িত্ব এবং এন.সি.এল.টি-র এখতিয়ারকে একত্রিত করা যায় না, গুজরাট উর্জায় এই আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, দেউলিয়া সমাধান প্রক্রিয়া সম্পর্কিত বিরোধগুলির বিচারের জন্য আর. পি এন.সি.এল.টি-র কাছে যেতে পারে। কিন্তু যখন বিরোধটি উত্থাপিত হয় তখন কর্পোরেট ঋণদাতার দেউলিয়া হওয়ার বিরোধিতা করে, তখন আর. পি-কে অবশ্যই প্রাসঙ্গিক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে যেতে হবে (অনুচ্ছেদ ৭২)। এন.সি.এল.টি তার অবশিষ্ট এখতিয়ারে চুক্তির সমাপ্তি স্থগিত করার ক্ষমতা রাখে যদি এটি গুজরাট উর্জায় এই আদালত দ্বারা নির্ধারিত মানদণ্ডগুলি পূরণ করে। যে কোনও ক্ষেত্রে, এন.সি.এল.টি এবং এন.সি.এল.এ.টি-এর হস্তক্ষেপকে পক্ষের মধ্যে চুক্তির পুনর্লিখন হিসাবে চিহ্নিত করা যায় না

এন.সি.এল.টি এবং এন.সি.এল.টি-কে কর্পোরেট ঋণদাতার অস্তিত্ব রক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং যদি তৃতীয় পক্ষের কোনও পদক্ষেপ সি. আই. আর. পি-র অধীনে পা কেটে দিতে পারে তবে হস্তক্ষেপ করতে পারে।

গুজরাট উর্জা বিকাশ বনাম অমিত গুপ্তা এবং অন্যান্যরা (২০২১) ৭ এস. সি. সি ২০৯:২১ (৩) এসসিএএলই ৭৭৬-এর উপর নির্ভরশীল।

১.৩) স্বীকারযোগ্যভাবে, আপীলকারী ধারা ১৪ (২)-এর পরিপ্রেক্ষিতে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতাকে কোনও পণ্য বা পরিষেবা সরবরাহ করছেন না বা ধারা ১৪ (১) (ঘ)-এর অধীনে পরিকল্পিত সম্পত্তির মালিক বা ইজারাদাতা হিসাবে কর্পোরেট ঋণদাতার দখলে বা দখলে থাকা কোনও সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করছেন না। এটি কর্পোরেট ঋণদাতার পরিষেবাগুলি গ্রহণ করছে এবং কর্পোরেট ঋণদাতার দ্বারা ইজারা দেওয়া সম্পত্তি ব্যবহার করছে। সুতরাং, ধারা ১৪ প্রকৃতপক্ষে বর্তমান ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তবে, গুজরাটে উর্জায় স্থির করা হয়েছিল যে এনসিএলটি-র এখতিয়ার আইবিসি-র অধীনে পরিকল্পিত বিচারিক হস্তক্ষেপের ভিত্তিতে ধারা ১৪ দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। এটি ৬০ (৫) (গ) ধারার অধীনে তার অবশিষ্ট এখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারে আইন এবং কোনও দেউলিয়া সমাধান প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত বা উদ্ভূত তথ্যের বিষয়ে রায় দেওয়ার জন্য। সি. আই. আর. পি শুরু হওয়ার আগে, আপীলকারী একাধিক ক্ষেত্রে কর্পোরেট ঋণদাতাকে জানিয়েছিলেন যে তার পরিষেবাগুলিতে ঘাটতি রয়েছে। কর্পোরেট ঋণদাতাকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল যে সুবিধা চুক্তির জরিমানা এবং সমাপ্তি ধারাগুলি আহ্বান করা যেতে পারে। এটি ১লা আগস্ট ২০১৮, ১৭ই সেপ্টেম্বর ২০১৮, ১লা অক্টোবর ২০১৮ এবং ১১ই অক্টোবর ২০১৮ তারিখের আপীলকারীর যোগাযোগ থেকে স্পষ্ট হয়। ১৩ অক্টোবর ২০১৮ তারিখের ইমেলটিতে আপীলকারী বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে কর্পোরে

ট ঋণদাতার দ্বারা প্রদত্ত হাউসকিপিং কর্মীরা অপর্যাপ্ত ছিল। আপীলকারীকে স্পষ্টতই তার ১৯শে নভেম্বর ২০১৮ তারিখের ই-মেল থেকে বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিজস্ব কর্মী মোতায়েন করতে বাধ্য করা হয়েছিল। কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা স্বীকার করেছেন যে আপীলকারী তার নিজস্ব বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ কর্মীকে ব্যবহার করছিলেন এবং নবাগতদের কাছ থেকে খরচ কেটে নিচ্ছিলেন। আপীলকারী আবার কর্পোরেট ঋণগ্রহীতাকে ইউ. পি. এস-এর ত্রুটিপূর্ণ ব্যাটারিগুলি সংশোধন করতে এবং ৩ ফেব্রুয়ারী ২০১৯ তারিখের তার ইমেইলে পরিষ্কার করার পণ্য সরবরাহ করার জন্য অবহিত করেছিলেন। ১০ জুন ২০১৯ তারিখের সমাপ্তি বিজ্ঞপ্তিতে কর্পোরেট ঋণদাতার পরিষেবার ত্রুটিগুলিও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

১.৪) এন.সি.এল.টি-র অবশিষ্ট এখতিয়ার আহ্বান করা যাবে না যদি কোনও চুক্তির সমাপ্তি কর্পোরেট ঋণদাতার দেউলিয়া হওয়ার সাথে সম্পর্কিত না হয়। এটা স্পষ্ট যে আপীলকারী বার বার কর্পোরেট ঋণদাতাকে জানিয়েছিলেন যে তার পরিষেবাগুলির ঘাটতি ছিল এবং এটি তার চুক্তিগত বাধ্যবাধকতাগুলির কারণে ভুল ছিল। কর্পোরেট ঋণদাতার দেউলিয়া হওয়ার কারণে সুবিধা চুক্তির সমাপ্তি হয়েছিল বলে ইঙ্গিত করার মতো কিছুই নেই। ঘটনার গতিপথটি স্পষ্ট করে দেয় যে সমাপ্তি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অভিযুক্ত লঙ্ঘনগুলি কর্পোরেট ঋণদাতার দেউলিয়া হওয়ার কারণে চুক্তিটি বাতিল করার জন্য একটি ধোঁয়াশা ছিল না। এন.সি.এল.টি-র বর্তমান চুক্তিগত বিরোধকে গ্রহণ করার কোনও অবশিষ্ট এখতিয়ার নেই যা কর্পোরেট ঋণদাতার দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার জন্য উদ্ভূত হয়েছে। বিরোধের উপর এখতিয়ারের অভাবে, এন.সি.এল.টি সমাপ্তির বিজ্ঞপ্তির উপর একটি অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ আরোপ করতে পারত না। এন.সি.এল.টি ভুলভাবে এন.সি.এল.টি-র অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ বহাল রেখেছে।

১.৫) এন.সি.এল.টি এবং এন.সি.এল.এ.টি-কে একটি সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে যে কোনও চুক্তির অবসান ঘটানোর জন্য কোনও পক্ষের চুক্তিগত অধিকারের হস্তক্ষেপের বিষয়ে। এমনকি যদি দেউলিয়া হওয়ার বিষয়ে চুক্তিগত বিরোধ দেখা দেয়, তবে কোনও পক্ষকে চুক্তিটি বাতিল করা থেকে বিরত রাখা যেতে পারে যদি এটি সি. আই. আর. পি-র সাফল্যের কেন্দ্রবিন্দু হয়। গুরুত্বপূর্ণভাবে, চুক্তির অবসানের ফলে কর্পোরেট ঋণদাতার কর্পোরেট মৃত্যু হওয়া উচিত। গুজরাটে এই আদালত যে সংকীর্ণ ব্যতিক্রম তৈরি করেছে, তা এন.সি.এল.টি এবং এন.সি.এল.এ.টি-কে অন্তর্বর্তীকালীন ত্রাণের জন্য প্রার্থনা পরীক্ষা করার সময়ও মনে রাখতে হবে। এন.সি.এল.টি-র আদেশ ইঙ্গিত করে না যে, এন.সি.এল.টি সুবিধা চুক্তির কেন্দ্রবিন্দুতে সি. আই. আর. পি এবং কর্পোরেট ঋণদাতার বেঁচে থাকার সাফল্যকে একটি চলমান উদ্বেগ হিসাবে প্রয়োগ করেছে। এন.সি.এল.টি কেবল সমাপ্তি বিজ্ঞপ্তি জারি করার ক্ষেত্রে আপীলকারীর পক্ষ থেকে পদ্ধতিগত দুর্বলতার উপর নির্ভর করেছে, অর্থাৎ, পরিষেবার ঘাটতি নিরাময়ের জন্য এটি কর্পোরেট ঋণদাতাকে ত্রিশ দিনের বিজ্ঞপ্তি পিরিয়ড দেয়নি। এন.সি.এল.এ.টি তার বিতর্কিত রায়ে বলেছে যে এন.সি.এল.টি-র সিদ্ধান্ত কর্পোরেট ঋণদাতার 'চলমান উদ্বেগ' অবস্থা সংরক্ষণ করে কিন্তু সুবিধা চুক্তির অবসান কীভাবে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার অস্তিত্বকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলবে সে সম্পর্কে কোনও বাস্তব বিশ্লেষণ নেই।

স্বীকারযোগ্য যে, এনসিএলটি এবং এনসিএলটি-র ঘোষণার পর গুজরাট উরিজার বর্তমান বিষয়ে এই আদালত আইনটি স্পষ্ট করেছে। এনসিএলটি-র অবশিষ্ট ক্ষমতার প্রয়োগ উক্ত সিদ্ধান্তের দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত। এনসিএলটি-র রায়টি বাতিল করা হয়েছে। আপিলকারীর বিরুদ্ধে শুরু করা কার্যধারা এখতিয়ারের অভাবে খারিজ হয়ে গেছে।

অশোক বিপণন বনাম পি. এন. বি (১৯৯০) ৪ এস. সি. সি ৪০৬:৩ এস. সি. আর ৬৪৯; দূতাবাস সম্পত্তি উন্নয়ন (বেসরকারী) লিমিটেড বনাম কর্ণাটক রাজ্য (২০২০) ১৩ এস. সি. সি ৩০৮:১৭ এস. সি. আর ৫৫৯-উল্লিখিত।

মামলার প্রসঙ্গ

[১৯৯০] ৩ এসসিআর ৬৪৯	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৪(ii)
[২০১৯] ১৭ এসসিআর ৫৫৯	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২২

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ারঃ ২০২০ সালের ৩০৪৫ নং দেওয়ানি আপিল।

২০২০ সালের ২৩৭ নং কোম্পানি আপিল (এটি) (দেওলিয়া)-এ নয়াদিল্লির ন্যাশনাল কোম্পানি ল আপিল ট্রাইব্যুনালের ২৪.০৬.২০২০ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে উদ্ভূত।

সুশ্রী ফেরেশতে ডি শেঠনা, সুশ্রী অনুরাধা দত্ত, অনিকেত নিম্বালকর, সুশ্রী সুমন যাদব, অভিষেক তিলক, সুশ্রী আবোলি মাণ্ডলিক, আমেয়া পন্ত, সুশ্রী বি বিজয়লক্ষ্মী মেনন, আপিলকারীর পক্ষে আইনজীবীরা।

সুশ্রী সৌম্য সাইকুমার, সুশ্রী উদিতা সিং, উত্তরদাতার পক্ষে আইনজীবীরা।

আদালতের রায়টি প্রদান করেছেন

ডঃ ধনঞ্জয় ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি।

১) এই আপিলটি জাতীয় কোম্পানি আইন আপিল ট্রাইব্যুনাল[১]-এর ২৪ জুন ২০২০ তারিখের একটি রায় থেকে উদ্ভূত। এন.সি.এল.এ.টি জাতীয় কোম্পানি আইন ট্রাইব্যুনাল[২]-এর ১৮ই ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ বহাল রাখে যা এস. কে হুইলস প্রাইভেট লিমিটেডের[৩] সাথে ১লা ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখের সুবিধা চুক্তির সমাপ্তি স্থগিত করে।

১) এন.সি.এল.এ.টি"

২) "এন.সি.এল.টি" বা "বিচারকারী কর্তৃপক্ষ"

৩) "কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা" অথবা "উত্তরদাতা"

টিসিএস লিমিটেড বনামবিশাল ঘিসুলাল জৈন, সংকল্প প্রফেশনাল, ১০৮৫

এসকে হুইলস প্রাইভেট লিমিটেড [ড. ধনঞ্জয়া ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি]

বাস্তব পটভূমি

২) আপীলকারী এবং কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা ২০১৫ সালের ২৪শে আগস্ট একটি বিল্ড ফেজ চুক্তি স্বাক্ষর করেন, যার পরে ২০১৬ সালের ১লা ডিসেম্বর একটি সুবিধা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সুবিধা চুক্তিটি কর্পোরেট ঋণদাতাকে আপীলকারীকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষা পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট নির্দিষ্টকরণ এবং সুবিধা সহ প্রাঙ্গণ সরবরাহ করতে বাধ্য করে।

৩) সুবিধা চুক্তির ১১ (খ) প্রকরণে বলা হয়েছে যে, যে কোনও পক্ষই অন্য পক্ষকে লিখিত বিজ্ঞপ্তি দিয়ে অবিলম্বে চুক্তিটি বাতিল করার অধিকারী, তবে শর্ত থাকে যে, বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে পরবর্তী পক্ষের দ্বারা সংঘটিত কোনও বস্তুগত লঙ্ঘন নিরাময় করা হবে না। ১১ (খ) প্রকরণে নিম্নরূপ বলা হয়েছেঃ

১১) সমাপ্তি

(খ) বস্তুগত লঙ্ঘনের জন্য সমাপ্তি। উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে নিরাময় না হওয়া বস্তুগত লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে যে কোনও পক্ষ অন্য পক্ষকে লিখিত বিজ্ঞপ্তি দিয়ে অবিলম্বে এই চুক্তিটি বাতিল করতে পারে।"

৪) আপীলকারী কর্তৃক কর্পোরেট ঋণদাতার কাছে ১০ই জুন ২০১৯-এ একটি সমাপ্তি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল যা অবিলম্বে কার্যকর হয়েছিল। দলগুলি বিজ্ঞপ্তি জারি করা পর্যন্ত তথ্যের বিরোধিতা করেছে।

৫) আপীলকারীর পক্ষ থেকে জমা দেওয়া হয়েছে যে কর্পোরেট ঋণদাতার দ্বারা তার চুক্তিগত বাধ্যবাধকতাগুলি পূরণে একাধিক ত্রুটি ছিল, যা তারা সন্তোষজনকভাবে সংশোধন করতে ব্যর্থ হয়েছে। আপীলকারী কর্পোরেট ঋণদাতাকে ১লা আগস্ট ২০১৮ তারিখের ইমেলটিতে অবহিত করেছেন যে তারা কথিত চুক্তিগত লঙ্ঘনের জন্য সুবিধা চুক্তির জরিমানা প্রকরণটি আহ্বান করতে চায়। চুক্তিটি মেনে না চলার বিষয়ে কর্পোরেট ঋণদাতাকে ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখের আরেকটি ইমেল পাঠানো হয়েছিল। একটি সাইট পরিদর্শনের পরে, আপীলকারী তার ১লা অক্টোবর ২০১৮ তারিখের ইমেলটিতে কর্পোরেট ঋণদাতাকে লঙ্ঘনের প্রতিকারের জন্য জরুরি পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। ২০১৮ সালের ১১ই অক্টোবর, আপীলকারী কর্পোরেট ঋণগ্রহীতাকে বিজ্ঞপ্তি দেন যে, অভিযোগ মেনে না চলার জন্য সুবিধা চুক্তির জরিমানা এবং সমাপ্তির ধারাগুলি আহ্বান করতে বাধ্য করা হবে। ২০১৮ সালের ১৩ই অক্টোবর, আপীলকারী কর্পোরেট ঋণদাতার কাছে একটি ইমেল সম্বোধন করেন যাতে হাউসকিপিং কর্মীদের অপর্যাপ্ততা এবং উপস্থিতির ক্ষেত্রে তাদের অসদাচরণ সম্পর্কে তার উদ্বেগ তুলে ধরা হয়। অবশেষে ২০১৮ সালের ১৯শে নভেম্বর,

আপিলকারী কর্পোরেট ঋণগ্রহীতাকে জানিয়েছেন যে তারা তাদের গৃহস্থালি কর্মীদের মোতায়েন করবেন এবং চালান থেকে খরচ কেটে নেবেন। ৩রা ফেব্রুয়ারী ২০১৯-এ, আপিলকারী কর্পোরেট ঋণগ্রহীতাকে একটি ইমেল লিখেছিল বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং হাউসকিপিং কর্মীদের ঘাটতি সহ অন্যান্য ঘাটতিগুলি উত্থাপন করে।

৬) ২৯শে মার্চ ২০১৯-এ কর্পোরেট ঋণদাতার বিরুদ্ধে কর্পোরেট দেউলিয়া সংকল্প প্রক্রিয়া[৪] শুরু করা হয়েছিল। আপীলকারী অভিযোগ করেছেন যে ২৪শে এপ্রিল ২০১৯-এ বিদ্যুৎ বোর্ড কর্পোরেট ঋণদাতার বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দিলে কর্পোরেট ঋণদাতার বিরুদ্ধে সি. আই. আর. পি সম্পর্কে জানা যায়।

৭) ২০১৯ সালের ২৯শে মে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা তার ইমেইলে অভিযোগ করেন যে আপীলকারী প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং এর ফলে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ৩০শে মে ২০১৯ তারিখের জবাবে আপীলকারী বলেন যেঃ

(i) জানা গেল যে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে কর্পোরেট ঋণদাতার বিরুদ্ধে একটি সি. আই. আর. পি শুরু করা হয়েছিল;

(ii) কর্পোরেট ঋণদাতার কোনও পরিমাণ বকেয়া ছিল না; এবং

(iii) এটি মার্চ ২০১৯-এর আগে সময়ের জন্য অর্থ প্রদান করেছিল। মার্চ ২০১৯-এর জন্য অর্থ প্রদান করতে বিলম্ব হয়েছিল কারণ কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণে পরিবর্তনের অনুরোধ করেছিলেন। এপ্রিল ২০১৯-এর জন্য কোনও চালান উত্থাপিত হয়নি।

৮) আপীলকারী দাবি করেছেন যে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার গুরুত্বপূর্ণ লঙ্ঘনের ফলে ২০,৭৮,৫০০ টাকার দায়বদ্ধতা তৈরি হয়েছে। দেউলিয়া ও দেউলিয়া বিধি ২০১৬[৫] এর ধারা ১৪ এর অধীনে আরোপিত স্থগিতাদেশের কারণে এটি পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়া শুরু করেনি।

৯) আপীলকারী সুবিধা চুক্তির ১১ (খ) প্রকরণের পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৯ সালের ১০ই জুন তারিখে সমাপ্তির একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন। সমাপ্তির বিজ্ঞপ্তিতে এইভাবে বলা হয়েছেঃ

"গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক সমস্যাগুলির নিষ্পত্তির জন্য আমাদের সমস্ত আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, আমরা সর্বদা আপনার পক্ষ থেকে অবিচ্ছিন্ন প্রতিক্রিয়া পেয়েছি এবং পর্যবেক্ষণ না করার এই ঘটনাগুলি এখন চুক্তির নিম্নলিখিত শর্তাবলী লঙ্ঘনে পরিণত হয়েছে।

১) পরীক্ষা এবং অ-পরীক্ষার দিনগুলিতে ব্যক্তিগত দক্ষতার ন্যূনতম স্তর বজায় না রাখা যা সংযুক্তি খ, টেবিল গ অনুসারে অমান্য এবং একটি প্রক্রিয়া লঙ্ঘন।

৪) "সি. আই. আর. পি"

৫) "আইবিসি"

টিসিএস লিমিটেড বনামবিশাল ঘিসুলাল জৈন, সংকল্প প্রফেশনাল, ১০৮৭

এসকে হুইলস প্রাইভেট লিমিটেড [ড. ধনঞ্জয়া ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি]

২) সাজানো এবং নকশা নির্দেশিকা (সংযোজনী খ, সারণী ঘ) মেনে চলা হচ্ছে না

ক) আসবাবপত্রের ভাঙা অবস্থা

খ) পরীক্ষাগার, সার্ভার রুম এবং ইউ. পি. এস কক্ষগুলিতে তাপমাত্রা এবং বায়ুচলাচল বজায় রাখা হচ্ছে না

গ) আবাসন কর্মী মোতায়েন

ঘ) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং কেন্দ্রের রক্ষণাবেক্ষণ

৩) ব্র্যান্ডিং এবং নেভিগেশন সুবিধা চুক্তির সংযুক্তি চ-এর সাথে সমন্বিত নয়

সমস্ত বনভূমিগত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে, এটিকে চুক্তির ১১ (খ) প্রকরণ অনুসারে সমাপ্তির বিজ্ঞপ্তি হিসাবে বিবেচনা করুন যা টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস লিমিটেডকে ("টিসিএস") ৩০ দিনের মধ্যে কোনও উপাদান লঙ্ঘন নিরাময় না হওয়ার ক্ষেত্রে লিখিত বিজ্ঞপ্তি জারি করে অবিলম্বে কার্যকরভাবে চুক্তিটি বাতিল করার অধিকার দেয়।

দয়া করে লক্ষ্য করুন যে, গ্রাহক/পরিষেবা প্রাপক হিসাবে আমাদের এবং পরিষেবা প্রদানকারী/বিক্রেতা/এল. আই. এস. পি হিসাবে আপনার মধ্যে সম্পর্ক ১০ই জুন থেকে শেষ হয়ে গেছে।

১০) কর্পোরেট ঋণদাতার পক্ষ থেকে বলা হয় যে, আপীলকারী সময়ে সময়ে কিছু নিয়মিত পরিচালন প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছেন, যা যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে সংশোধন করা হয়েছে। কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা তার চুক্তিগত বাধ্যবাধকতা পূরণের জন্য ৮.৩৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। কর্পোরেট ঋণদাতার মতে, আপীলকারী তার ১১ই অক্টোবর ২০১৮ তারিখের চিঠিতে যে ঘাটতিগুলি তুলে ধরেছিলেন তা ২০১৮ সালের অক্টোবরের শেষের দিকে নিরাময় করা হয়েছিল। কর্পোরেট ঋণদাতা আরও বলেছেন যে, ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে আরও কিছু ছোটখাটো সমস্যা নিরাময় করা হয়েছে। কর্পোরেট ঋণদাতার দ্বারা প্রদত্ত হাউসকিপিং কর্মীদের ক্ষেত্রে ঘাটতি নিরাময় করা হয়েছিল যখন আপীলকারী তার নিজস্ব কর্মী নিয়োগ করেছিলেন। কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা দাবি করেছেন যে তিনি ত্রুটিপূর্ণ ব্যাটারি পরিবর্তন এবং পরিষ্কার করার পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখের ইমেলের নির্দেশাবলী মেনে চলেছেন। কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা আরও জানিয়েছে যে ২০১৯ সালের এপ্রিলে বিদ্যুৎ পর্ষদ দ্বারা বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল, তবে শেষ পর্যন্ত এটি পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল। বলা হয়েছে যে ২০১৯ সালের এপ্রিল-মে মাসে কিছু সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল যেখানে সংকল্প পেশাদার[৬] আপীলকারীকে জানিয়েছিলেন যে এর কোনো ক্ষতি বা পূর্বাগ্রহ সৃষ্টি হবে না এবং সমস্ত পরিষেবা ও সুবিধা চুক্তি অনুযায়ী প্রদান করা হবে,

৬) "আরপি"

কিন্তু আপিলকারী একতরফাভাবে ১০ই জুন ২০১৯ থেকে অবিলম্বে কার্যকর চুক্তিটি বাতিল করে দিয়েছেন। কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা এই ভিত্তিতে সমাপ্তি বিজ্ঞপ্তি জারি করার বিরোধিতা করেছেন যে কোনও বস্তুগত লঙ্ঘন ঘটেনি, এবং যে কোনও ক্ষেত্রে, সুবিধা চুক্তির ১১ (খ) প্রকরণের অধীনে চুক্তিটি বাতিল করার আগে কোনও পক্ষকে ত্রুটিগুলি নিরাময়ের জন্য ত্রিশ দিনের সময়কাল দিতে হবে।

এন.সি.এল.টি এবং এন.সি.এল.এ.টি-র সামনে কার্যক্রম

১১) কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা সমাপ্তির বিজ্ঞপ্তি বাতিল করার জন্য আই. বি. সি-র ৬০ (৫) (গ) ধারার অধীনে এন.সি.এল.টি-র কাছে একটি বিবিধ আবেদন দায়ের করেন। এন.সি.এল.টি আপীলকারীর জারি করা সমাপ্তির বিজ্ঞপ্তির উপর অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ মঞ্জুর করে ১৮ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে একটি আদেশ জারি করে এবং আপীলকারীকে সুবিধা চুক্তির শর্তাবলী মেনে চলার নির্দেশ দেয়। এন.সি.এল.টি পর্যবেক্ষণ করেছে যে প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে ত্রিশ দিনের প্রয়োজনীয় বিজ্ঞপ্তি না দিয়ে চুক্তিটি বাতিল করা হয়েছে। এন.সি.এল.টি-র উপসংহার নীচে উদ্ধৃত করা হয়েছেঃ

"এছাড়াও সমাপ্তির বিষয়টি আইনের দিক থেকে ভালো না খারাপ, তা তদন্তের বিষয়, যার জন্য সত্য এবং পরিস্থিতি পরীক্ষা করা প্রয়োজন। এই পরিস্থিতিতে, আমরা প্রাথমিকভাবে মনে করি যে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতাকে বিজ্ঞপ্তি না দিয়েও চুক্তি বাতিল করা সঠিক নয়।

এর পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা এর মাধ্যমে উত্তরদাতার জারি করা সমাপ্তি বিজ্ঞপ্তি স্থগিত করছি। ততক্ষণ পর্যন্ত উত্তরদাতা চুক্তির শর্তাবলী মেনে চলবেন। "

১২) এই আদেশে ক্ষুব্ধ হয়ে আপীলকারী এন.সি.এল.এ.টি-র কাছে আপিল[৮] করেন। এন.সি.এল.এ.টি তার ২৪শে জুন, ২০২০ তারিখের আদেশে এন.সি.এল.টি-র আদেশ বহাল রেখে বলে যে, আই. বি. সি-র মূল উদ্দেশ্য হল কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা যাতে একটি চলমান উদ্বেগের বিষয় হয়ে থাকে তা নিশ্চিত করা। এন.সি.এল.এ.টি ধারা ১৪-এর উল্লেখ করে বলে যে, কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার মসৃণ কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য একটি স্থগিতাদেশ জারি করা হয়েছে যাতে একটি চলমান উদ্বেগের বিষয় হিসাবে তার মর্যাদা রক্ষা করা যায়। উপরন্তু, আই. বি. সি-র ধারা ২৫-এর অধীনে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতাকে একটি চলমান উদ্বেগের বিষয় হিসাবে সংরক্ষণ করা আর. পি-র দায়িত্ব। রায়ের প্রাসঙ্গিক অংশগুলি নীচে পুনরুত্পাদন করা হয়েছেঃ

৭) ২০১৯ সালের বিবিধ অনুমোদন নং ৭৯৫৪

৮) ২০২০ সালের কোম্পানি আপিল (এটি) (দেউলিয়া) নং ২৩৭

টিসিএস লিমিটেড বনামবিশাল ঘিসুলাল জৈন, সংকল্প প্রফেশনাল, ১০৮৯

এসকে হুইলস প্রাইভেট লিমিটেড [ড. ধনঞ্জয়া ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি]

"১০) আদেশ থেকে দেখা যায় যে, এখানে বিবাদীকে আইন অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সংকল্প পেশাদার (সংক্ষেপে আইআরপি) হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছিল। ধারা ১৪ অনুসারে, বিচারক কর্তৃপক্ষ অন্তর্বর্তীকালীন সংকল্প পেশাদার কর্তৃক স্থগিতাদেশ আরোপ করার পর, 'কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা'-এর পরিচালনা পর্ষদের স্থগিতাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে অন্তর্বর্তীকালীন সংকল্প পেশাদার কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের নেতৃত্ব দেবেন। স্থগিতাদেশ আরোপের তারিখ অনুসারে, কোম্পানির সুষ্ঠু কার্যকারিতার জন্য 'কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা'-এর ব্যবসা এবং কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে এবং কোম্পানিটি একটি চলমান প্রতিষ্ঠান হিসেবে থাকবে। এছাড়াও সমাধান পেশাদার একটি চলমান সংস্থা হিসাবে কোম্পানির সুষ্ঠু পরিচালনার বিষয়টি নিশ্চিত করবে এবং সমাধান পেশাদার আই এবং বি বিধির ধারা ২৫ অনুসারে দায়িত্ব পালন করবে। ধারা ২৫-এর উপ-ধারা (২) (ক) অনুসারে, সমাধান পেশাদার কর্পোরেট ঋণদাতার ব্যবসায়িক নথি সহ কর্পোরেট ঋণদাতার সমস্ত সম্পদের অবিলম্বে হেফাজত ও নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। আরও, আই এবং বি বিধির ধারা ২৫-এর উপ-ধারা ২ (খ)-এ বলা হয়েছে যে

"(খ) তৃতীয় পক্ষের সাথে কর্পোরেট ঋণদাতার পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করে এবং কাজ করে, বিচারিক, আধা-বিচারিক বা সালিশ কার্যক্রমে কর্পোরেট ঋণদাতার সুবিধার জন্য অধিকার প্রয়োগ করে;"

উপরন্তু, উক্ত বিধানটি 'কর্পোরেট ঋণদাতার' সম্পদ সংরক্ষণ ও সুরক্ষার জন্য সংকল্প পেশাদারের দায়িত্ব নির্ধারণ করে এবং তিনি যে কাজগুলি সম্পাদন করতে পারেন তা নির্ধারণ করে। সংকল্প পেশাদারের উপর অর্পিত দায়িত্বের পরিপ্রেক্ষিতে, কর্পোরেট ঋণগ্রহীতাকে একটি চলমান উদ্বেগ হিসেবে রাখার জন্য সংকল্প পেশাদার এবং বিজ্ঞপ্তির সমাপ্তি স্থগিত করার জন্য বিচারক কর্তৃপক্ষের কাছে ২০১৯ সালের সি. এ. (এম. বি.)-২৯৫৪ একটি আবেদন দাখিল করেন এবং আপিলকারীকে ০১.১২.২০১৬ তারিখের সুবিধা চুক্তি অব্যাহত রাখার নির্দেশ দেন।

১১) পক্ষগণের বক্তব্য শোনার পর বিচারক কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞপ্তি বাতিলের উপর স্থগিতাদেশ দেয় এবং আপিলকারীকে চুক্তির শর্তাবলী অবিরতভাবে মেনে চলার নির্দেশ দেয়। আইনের পরিপ্রেক্ষিতে, সি. আই. আর. পি চালু হওয়ার পরে 'কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা' কাজ করবে এবং তার ব্যবসায়িক কার্যক্রম চালিয়ে যাবে। কর্পোরেট ঋণগ্রহীতাকে একটি চলমান উদ্বেগ হিসাবে রাখা সংকল্প পেশাদারের কর্তব্য।

এটি হ 'ল কর্পোরেট ঋণদাতাকে একটি চলমান উদ্বেগ হিসাবে রাখার বিধির মূল উদ্দেশ্য। বিচারকারী কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে বিজ্ঞপ্তি সমাপ্তির উপর স্থগিতাদেশ দিয়েছে এবং ১৮.১২.২০১৯ তারিখের বিচারকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত আদেশে কোনও অবৈধতা নেই।

এন.সি.এল.এ.টি-র রায় বর্তমান আপিলের জন্ম দিয়েছে।

আইনজীবীর জমা দেওয়া

১৩) আপীলকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী সুশ্রী ফেরেশতে ডি সেঠনা নিম্নলিখিত জমা দিয়েছেনঃ

(i) এন.সি.এল.টি আই. বি. সি-র ধারা ১৪-এর বিধানগুলি ভুলভাবে পড়েছে যা স্থগিতাদেশ জারি হওয়ার পরে কর্পোরেট ঋণদাতাকে পণ্য ও পরিষেবার বিধানের সাথে সম্পর্কিত। বর্তমান ক্ষেত্রে, আপীলকারী কর্পোরেট ঋণদাতার পরিষেবাগুলি গ্রহণ করছেন, যার জন্য ধারা ১৪-এর কোনও প্রয়োগ নেই;

(ii) বিতর্কিত আদেশের ফলস্বরূপ, সুবিধাগুলি চুক্তি, যা একটি নির্ধারণযোগ্য চুক্তি, একটি অনির্দিষ্ট চুক্তিতে পরিণত হয়েছে, যা নির্দিষ্ট ত্রাণ আইন ১৯৬৩-এর ধারা ১৪-এর আদেশকে উপেক্ষা করে;

(iii) কর্পোরেট ঋণগ্রহীতাকে সমাপ্তির বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়নি কারণ এটি সি. আই. আর. পি-র অধীনে ছিল কিন্তু চুক্তির বস্তুগত লঙ্ঘনের কারণে ছিল। সমাপ্তির বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার আগে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতাকে লঙ্ঘনের প্রতিকারের জন্য একাধিক সুযোগ দেওয়া হয়েছিল;

(iv) সুবিধা চুক্তি কর্পোরেট ঋণদাতার একমাত্র চুক্তি নয়, যার অবসান তার কর্পোরেট মৃত্যুর দিকে পরিচালিত করবে। কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা মোটরগাড়ি যন্ত্রাংশের ব্যবসায় জড়িত, যা এর স্মারকলিপির মূল উদ্দেশ্য থেকে স্পষ্ট;

(v) আই. বি. সি-র ধারা ৬০ (৫) (গ)-এর অধীনে এন.সি.এল.টি তার অবশিষ্ট ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে না যেখানে এখতিয়ারের পেটেন্ট অভাব রয়েছে। আই. বি. সি কর্পোরেট ঋণদাতার সাথে করা সমস্ত চুক্তির বিধিবদ্ধ ওভাররাইডের অনুমতি দেয় না। তৃতীয় পক্ষের সমাপ্তির চুক্তিগত অধিকার রয়েছে;

(vi) আই. বি. সি-র ২৫ ধারার অধীনে আর. পি-র দায়িত্ব এন.সি.এল.টি-র এখতিয়ার নির্ধারণ করে না।

টিসিএস লিমিটেড বনামবিশাল ঘিসুলাল জৈন, সংকল্প প্রফেশনাল, ১০৯১

এসকে হুইলস প্রাইভেট লিমিটেড [ড. ধনঞ্জয়া ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি]

এই ধরনের বাধ্যবাধকতা একটি নির্ধারিত বাণিজ্যিক চুক্তিকে একটি অ-মেয়াদী চুক্তিতে রূপান্তর করার জন্য প্রসারিত করা যাবে না, যার ফলে চুক্তিকারী পক্ষকে এমন ত্রুটিপূর্ণ পরিষেবার জন্য অর্থ প্রদান করতে বাধ্য করা হবে যা তারা গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক; এবং

(vii) গুজরাটের উর্জা বিকাশ বনাম অমিত গুপ্তা[৯]-এর ক্ষেত্রে, এই আদালত তৃতীয় পক্ষকে কর্পোরেট ঋণদাতার সঙ্গে তার চুক্তি বাতিল করার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল কারণ এনসিএলটি এবং এনসিএলটি-র সমবর্তী অনুসন্ধানে বলা হয়েছিল যে, যে চুক্তিটি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে তা কর্পোরেট ঋণদাতার একমাত্র চুক্তি এবং তৃতীয় পক্ষের দ্বারা চুক্তি বাতিল করা কেবল সি. আই. আর. পি-র সূচনার ভিত্তিতে ছিল, কর্পোরেট ঋণদাতার পক্ষ থেকে কোনও চুক্তিগত খেলাপি না হয়ে।

১৪) আর. পি-র পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী সুশ্রী উধিতা সিং অনুরোধ করেছেন যেঃ

(i) এন.সি.এল.টি আই. বি. সি-র ধারা ৬০ (৫) (গ)-এর অধীনে সি. আই. আর. পি-র অধীনে থাকা কোনও সংস্থার ক্ষেত্রে তথ্য বা আইন সম্পর্কিত বিষয়গুলির বিচার করার এখতিয়ারের অধীনে রয়েছে;

(ii) আপীলকারীর এই যুক্তি যে চুক্তিভিত্তিক বিরোধ শুধুমাত্র সালিশের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা যেতে পারে এবং ভারতীয় চুক্তি আইন ১৮৭২ এবং নির্দিষ্ট ত্রাণ আইন ১৯৬৩-এর বিধানগুলি আকৃষ্ট হয় তা ভুল। আই. বি. সি-র ২৩৮ ধারার অন্যান্য আইনের উপর একটি ওভাররাইডিং প্রভাব রয়েছে। অশোক বিপণন বনাম পি. এন. বি[১০]-তে এই আদালত রায় দিয়েছে যে অ-অস্থিতিশীল ধারা সম্বলিত দুটি বিশেষ আইন অবশ্যই আইনের উদ্দেশ্য দেখে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত। উপরন্তু, এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে পরবর্তী তারিখে প্রণীত একটি বিশেষ আইন পূর্ববর্তী বিশেষ আইনের উপর প্রাধান্য পায়। সুতরাং, আই. বি. সি-র বিধানগুলি বর্তমান বিরোধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

(iii) গুজরাট উর্জা (উপরে)-তে, এই আদালত রায় দিয়েছে যে আই. বি. সি-র ৬০ (৫) (গ) ধারার অধীনে এন.সি.এল.টি-র অবশিষ্ট এখতিয়ার দেউলিয়া মীমাংসার কার্যধারা থেকে বা তার সাথে সম্পর্কিত আইন বা তথ্যের প্রশ্নগুলির বিচার করার জন্য একটি বিস্তৃত বিচক্ষণতা প্রদান করে। আরও স্থির করা হয়েছে যে আই. বি. সি-র ১৪ ধারা আই. বি. সি-র অধীনে বিবেচিত বিচারিক হস্তক্ষেপের ভিত্তিগুলি সম্পূর্ণভাবে উল্লেখ করা হয়নি, অন্যথায় ধারা ৬০(৫)(গ) বাতিল হয়ে যাবে।

(৯) (২০২১) ৭ এস. সি. সি ২০৯; "গুজরাট উর্জা"

(১০) (১৯৯০) ৪ এস. সি. সি ৪০৬

হস্তক্ষেপের একটি কারণ হল যখন কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার চলমান উদ্বেগের অবস্থা ঝুঁকির মধ্যে থাকে। সুতরাং, এন.সি.এল.টি-র আই. বি. সি-র ৬০ (৫) (গ) ধারার অধীনে তার এখতিয়ার প্রয়োগ করার ক্ষমতা রয়েছে যাতে কর্পোরেট ঋণদাতার অস্তিত্ব বজায় থাকে।

(iv) কর্পোরেট ঋণগ্রহীতাকে সুবিধা চুক্তির ১১ (খ) প্রকরণের শর্তাবলীর লঙ্ঘন নিরাময়ের জন্য ত্রিশ দিনের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়নি। সমাপ্তির বিজ্ঞপ্তিটি ৩ অক্টোবর ২০১৮ তারিখের একটি বিজ্ঞপ্তিকে বোঝায়, যা নথিতে রাখা হয়নি। কর্পোরেট ঋণদাতার দ্বারা ১১ অক্টোবর ২০১৮ তারিখের একটি চিঠি পাওয়া গেলেও ত্রুটিগুলি অভিযোগ করা হয়েছিল, সেগুলি অক্টোবর ২০১৮-এর শেষের দিকে নিরাময় করা হয়েছিল। এটি এই সত্য দ্বারা প্রমাণিত হয় যে অক্টোবর ২০১৮-এর পরে, ১৯ নভেম্বর ২০১৮ এবং ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখ ব্যতীত কোনও যোগাযোগ কর্পোরেট ঋণদাতার দ্বারা প্রাপ্ত হয়নি। কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা দ্রুত আপীলকারীর নজরে আনা কোনও ছোটখাটো ত্রুটি সংশোধন করেছিলেন। সুতরাং, কর্পোরেট ঋণদাতার দ্বারা চুক্তির বস্তুগত লঙ্ঘনের অভিযোগটি ভুল;

(v) আপীলকারী অবগত হন যে কর্পোরেট ঋণদাতার বিরুদ্ধে সি. আই. আর. পি শুরু করা হয়েছে এবং এরপরে অবিলম্বে চুক্তিটি বাতিল করে দিয়েছেন; এবং

(vi) কর্পোরেট ঋণদাতার আয়ের দুটি প্রধান উৎস ছিল-মারুতির একটি ডিলারশিপ এবং আপীলকারীর সঙ্গে চুক্তি। সি. আই. আর. পি শুরু হওয়ার আগেই ডিলারশিপ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, এইভাবে সি. আই. আর. পি শুরু হওয়ার তারিখ পর্যন্ত আয়ের একমাত্র বিদ্যমান উৎস ছিল সুবিধা চুক্তি, যার জন্য কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা ৮.৩৫ কোটি টাকার যথেষ্ট মূলধন ব্যয় করেছেন। চুক্তির সমাপ্তি কর্পোরেট ঋণদাতার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে।গুজরাটে উর্জা (উপরে)-তে, এই আদালত রায় দিয়েছে যে কর্পোরেট ঋণদাতার রাজস্ব উৎপাদনের প্রধান উৎস একটি চুক্তির সমাপ্তি আই. বি. সি-র উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে যা পরিকল্পনা করে যে কর্পোরেট ঋণদাতার একটি চলমান উদ্বেগ হিসাবে সংরক্ষণ করা উচিত।

বিশ্লেষণ

১৫) প্রতিদ্বন্দ্বী বিতর্কগুলি এখন বিবেচনা করা হবে।

টিসিএস লিমিটেড বনামবিশাল ঘিসুলাল জৈন, সংকল্প প্রফেশনাল, ১০৯৩

এসকে হুইলস প্রাইভেট লিমিটেড [ড. ধনঞ্জয়া ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি]

১৬) আপিলের ভিত্তিতে, এই আদালতে বিবেচনার জন্য দুটি বিষয় উত্থাপিত হয়েছেঃ

(i) এন.সি.এল.টি আই. বি. সি-র ৬০ (৫) (গ) ধারার অধীনে পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তিগত বিরোধের বিচারের জন্য তার অবশিষ্ট এখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারে কিনা; এবং

(ii) এই ধরনের অবশিষ্ট এখতিয়ার প্রয়োগের ক্ষেত্রে, এটি সুবিধা চুক্তির সমাপ্তির উপর একটি অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ আরোপ করতে পারে কিনা।

১৭) সুবিধা চুক্তির ১২ (ঘ) প্রকরণে বলা হয়েছে যে, পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধগুলি সালিশের বিষয় হবে।

"১২) বিবিধ

ঘ) পরিচালনাকারী আইন, বিরোধ নিষ্পত্তি এবং এখতিয়ারঃ-এই চুক্তিটি ভারতের আইন অনুসারে পরিচালিত এবং ব্যাখ্যা করা হবে।

পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধ বা পার্থক্যের ক্ষেত্রে, সালিশ ও সমঝোতা আইন ১৯৯৬-এর অধীনে সালিশের বিষয় হবে এবং এর পরবর্তী যে কোনও সম্পর্কিত সংশোধনী, যদি না এখানে দলগুলির মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে নিষ্পত্তি হয়, তবে সালিশের জন্য উল্লেখ করা হবে এবং এই ধরনের সালিশ বোম্বে চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ("বিসিসিটি")-এর সালিশের নিয়ম অনুসারে পরিচালিত হবে, যা সময়ে সময়ে পরিবর্তিত হয়, একমাত্র সালিশকারীর সমন্বয়ে গঠিত সালিশ প্যানেল দ্বারা এই ধারার ("সালিশ বিধি") রেফারেন্স দ্বারা অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা হয়।

উপরে উল্লিখিত সালিশ প্যানেল বিসিসিআই দ্বারা নিযুক্ত হবে। সালিশ প্যানেল সালিশের ক্ষেত্রে যে কোনও বিরোধের রেফারেন্স থেকে তিন (৩) মাসের মধ্যে সালিশ কার্যধারায় রায় প্রদান করবে। সালিশের স্থান হবে ভারতের মুম্বাই।

পক্ষগুলি সম্মত হয় যে সালিসি প্যানেল কর্তৃক প্রদত্ত রায় চূড়ান্ত এবং পক্ষগুলির জন্য বাধ্যতামূলক হবে এবং চুক্তি থেকে উদ্ভূত বা এর সাথে সম্পর্কিত কোনও বিরোধের বিষয়ে পক্ষগুলি কোনও আদালতে কোনও মামলা শুরু করতে বা বজায় রাখতে পারবে না, এই প্রকরণ অনুসারে একটি সালিশ প্যানেল কর্তৃক প্রদত্ত সালিশী রায় কার্যকর করার ব্যতীত।"

১৮) ধারা ২৩৮-এ বলা হয়েছে যে আই. বি. সি অন্যান্য আইনকে অগ্রাহ্য করে, যার মধ্যে আইনের ভিত্তিতে কার্যকর যে কোনও উপকরণ রয়েছে। ধারা ২৩৮-এর পাঠ্যটি এইভাবে নির্ধারণ করেঃ

"ধারা ২৩৮-অন্যান্য আইনকে অগ্রাহ্য করার জন্য এই বিধির বিধানগুলি

এই বিধির বিধানগুলি কার্যকর হবে, আপাতত বলবৎ অন্য কোনও আইনে বা এই জাতীয় কোনও আইনের ভিত্তিতে কার্যকর কোনও নথিতে অসঙ্গতিপূর্ণ কিছু থাকা সত্ত্বেও।"

১৯) ইন্ডাস বায়োটেক (পি) লিমিটেড বনাম কোটাক ইন্ডিয়া ভেঞ্চার (অফশোর) ফান্ডে, এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চ, যার মধ্যে আমরা একজন অংশ (বিচারপতি এ এস বোপান্না), রায় দিয়েছিলেন যে আইবিসির ২৩৮ ধারা অন্যান্য সমস্ত আইনকে অগ্রাহ্য করে। এই আদালত বিবেচনা করছিল যে, ১৯৯৬ সালের সালিশ ও সমঝোতা আইনের ধারা ৮ এর অধীনে পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে সালিশের উল্লেখ করা হলে তা আইবিসির ধারা ৭ এর অধীনে দাখিল করা আবেদন পরীক্ষা করার জন্য এনসিএলটি-এর এখতিয়ারকে প্রভাবিত করবে কিনা। এই আদালত এইভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেঃ

"২৭) যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে, আমাদের বিবেচনার জন্য যে বিষয়টি উত্থাপিত হচ্ছে তা আইবি বিধির ধারা ৭ এর অধীনে দায়ের করা একটি আবেদনে উত্থাপিত হচ্ছে, যা গ্রহণের আগে এবং তাই এখনও কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এই ধরনের আবেদনে, ১৯৯৬ সালের আইনের ৮ ধারার অধীনে সালিশের রেফারেন্স চেয়ে আবেদন দায়ের করা হলে বিচারক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কোর্সটি বিবেচনার প্রয়োজন। আইবি বিধি আইবি বিধির ২৩৮ ধারার অধীনে প্রদত্ত অন্যান্য সমস্ত আইনকে অগ্রাহ্য করবে বলে আইনের অবস্থানের কোনও বিশদ বিবরণের প্রয়োজন নেই। সেই দৃষ্টিতে, অভিযুক্ত কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা ১৯৯৬ সালের আইনের ৮ ধারার অধীনে আবেদন দায়ের করা সত্ত্বেও, আইবি বিধির ৭ ধারার অধীনে দায়ের করা আবেদন এবং তার সাথে উপস্থাপিত উপকরণগুলি স্বাধীনভাবে বিবেচনা করা হবে না। বিচারকারী কর্তৃপক্ষ কর্পোরেট ঋণদাতার সংস্করণের সাথে খেলাপি নির্দেশ করার জন্য আর্থিক ঋণদাতার দ্বারা আইবি বিধির ৭ ধারার অধীনে আবেদনের সাথে উপলব্ধ হিসাবে তার সামনে উপলব্ধ উপাদানগুলিতে বিজ্ঞাপন দিতে বাধ্য। এটি এই কারণে যে, আইবি কোডের অধীনে কার্যধারার পরিধি এবং বিচারক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিবেচনার জন্য একটি সময়সীমা থাকা সত্ত্বেও, কোনও কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা কেবল মুনশাইন প্রতিরক্ষা উত্থাপন করে প্রক্রিয়াটিকে বিলম্বিত করে প্রক্রিয়াটিকে পরাজিত করতে পারে না।

টিসিএস লিমিটেড বনামবিশাল ঘিসুলাল জৈন, সংকল্প প্রফেশনাল, ১০৯৫

এসকে হুইলস প্রাইভেট লিমিটেড [ড. ধনঞ্জয়া ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি]

সেই দৃষ্টিতে, ১৯৯৬ সালের আইনের ৮ ধারার অধীনে কোনও আবেদন দায়ের করা হলেও, আইবি বিধির ৭ ধারার অধীনে দায়ের করা আবেদনে যুক্তিতর্কের বিজ্ঞাপন দেওয়া, আর্থিক ঋণদাতার দ্বারা তার সামনে রাখা উপাদানগুলি পরীক্ষা করা এবং খেলাপি কিনা সে সম্পর্কে সন্তুষ্টি রেকর্ড করা বিচারকারী কর্তৃপক্ষের কর্তব্য। এটি করার সময় কর্পোরেট ঋণদাতার দ্বারা উত্থাপিত যুক্তিটিও নোট করা হবে যাতে প্রতিরক্ষায় কোনও সার আছে কিনা তা নির্ধারণ করা যায় এবং খেলাপি আছে কিনা সে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়। যদি বিচারক কর্তৃপক্ষের অপ্রতিরোধ্য উপসংহার হয় যে খেলাপি হয়েছে এবং ঋণ পরিশোধযোগ্য, তবে পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তিতে নিঃসন্দেহে একটি সালিশ ধারা রয়েছে এমন অবস্থান থাকা সত্ত্বেও প্রক্রিয়াটি বিলম্বিত করার জন্য সালিশের সমস্যা দেখা দেবে না।

(জোর যোগ করা হয়েছে)

২০) গুজরাটে উর্জা (উপরে)-তে, এই আদালতের দুই বিচারপতির বেঞ্চ, যার মধ্যে আমরা একজন অংশ ছিলাম (বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়), রায় দিয়েছে যে বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি, যা একটি দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যিক চুক্তি, ২৩৮ ধারার অধীনে একটি 'উপকরণ'। উল্লেখযোগ্যভাবে, বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তিতে বলা হয়েছে যে চুক্তি সম্পর্কিত পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধগুলি গুজরাট বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রক কমিশন দ্বারা গ্রহণ করা হবে। তবে যেহেতু ২৩৮ ধারা আইবিসি-র বিধানগুলিকে আইন দ্বারা প্রভাবিত করে এমন কোনও উপকরণের উপর একটি ওভাররাইডিং প্রভাব সরবরাহ করে, তাই বলা হয়েছিল যে দেউলিয়া কার্যধারার প্রেক্ষাপটে উদ্ভূত বিরোধের উপর এনসিএলটি-র এখতিয়ার ছিল। রায়ের প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতাংশ নীচে দেওয়া হয়েছেঃ

"৮২) আপীলকারীর পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়েছে যে, ২৩৮ ধারাটি কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা এবং তৃতীয় পক্ষের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যিক চুক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় এবং শুধুমাত্র আইনের প্রয়োগের মাধ্যমে করা বিধিবদ্ধ চুক্তি বা উপকরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই জমা দেওয়ার ভিত্তি হল যে "ইন্সট্রুমেন্ট" শব্দটিকে "অন্য কোনও আইনে অন্তর্ভুক্ত" বিধানের একটি অর্থ দেওয়া উচিত। আমরা এই যুক্তিতে বল খুঁজে পাই না। ধারা ২৩৮-এ বলা হয়নি যে "ইন্সট্রুমেন্ট" অবশ্যই আইনের প্রয়োগের মাধ্যমে প্রবেশ করতে হবে; বরং এটি বলে যে এই ধরনের কোনও আইনের কারণে ইন্সট্রুমেন্টটির প্রভাব রয়েছে। অন্য কথায়, উপকরণটি কোনও সংবিধির সৃষ্টি হতে হবে না; এটি একটি আইনের ভিত্তিতে প্রয়োগযোগ্য হয়ে ওঠে।

অতএব, আমরা এন.সি.এল.টি দ্বারা গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত হতে আগ্রহী। ধারা ২৩৮ একটি অ-বাধা ধারা দ্বারা উপস্থাপিত হয়েছে। বর্তমান মামলায় এন.সি.এল.টি-র এখতিয়ার আহ্বান করা যেতে পারে কারণ পি. পি. এ-র অবসান কেবল এই ভিত্তিতে চাওয়া হয়েছিল যে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা আই. বি. সি-র অধীনে একটি দেউলিয়া সমাধান প্রক্রিয়ার বিষয় হয়ে উঠেছে।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

২১) ধারা ৬০ (৫) (গ) এন.সি.এল.টি-কে কর্পোরেট ঋণদাতার দেউলিয়া সিদ্ধান্ত থেকে উদ্ভূত বা সম্পর্কিত আইন বা সত্যের যে কোনও প্রশ্নের বিচার করার জন্য অবশিষ্ট এখতিয়ার প্রদান করে। ধারা ৬০ (৫) (গ) এইভাবে প্রদান করেঃ

"ধারা ৬০-কর্পোরেট ব্যক্তিদের জন্য বিচার কর্তৃপক্ষ

(৫) আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে বিপরীত যা কিছুই থাকুক না কেন, জাতীয় কোম্পানি আইন ট্রাইব্যুনাল বিষয়টি গ্রহণ বা নিষ্পত্তি করার এখতিয়ার রাখবে-

(গ) এই বিধির অধীনে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা বা কর্পোরেট ব্যক্তির দেউলিয়া সমাধান বা অবলুপ্তি প্রক্রিয়া থেকে বা তার সাথে সম্পর্কিত অগ্রাধিকারের কোনও প্রশ্ন বা আইন বা তথ্যের কোনও প্রশ্ন।

সুবিধা চুক্তির প্রকরণ ১২ (ঘ)-তে বলা হয়েছে যে চুক্তি সম্পর্কিত পক্ষগুলির মধ্যে যে কোনও বিরোধ সালিশের বিষয় হতে পারে। তবে, আইবিসির ধারা ২৩৮-এর অধীনে একটি 'উপকরণ' হওয়ায় সুবিধা চুক্তি আইবিসির বিধান দ্বারা ওভাররাইড করা যেতে পারে। ধারা ২৩৮ এবং এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত আইনের পরিপ্রেক্ষিতে, পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধকে সালিশ করার জন্য একটি ধারার অস্তিত্ব এনসিএলটির ৬০ (৫) (গ) ধারার অধীনে কর্পোরেট ঋণদাতার দেউলিয়া সম্পর্কিত বিরোধের বিচারের জন্য তার অবশিষ্ট ক্ষমতা প্রয়োগ করার এখতিয়ারকে সরিয়ে দেয় না।

২২) আপীলকারী আই. বি. সি-র ধারা ২৫-এর উপর এন.সি.এল.এ.টি-র নির্ভরতার বিরোধিতা করেছেন এই বলে যে, আর. পি কর্পোরেট ঋণগ্রহীতাকে একটি চলমান উদ্বেগ হিসাবে সংরক্ষণ করার দায়িত্বের অনুসরণে সুবিধা চুক্তির সমাপ্তি স্থগিত করার জন্য এন.সি.এল.টি-র এখতিয়ার আহ্বান করতে পারে। বিজ্ঞ আইনজীবী জমা দিয়েছেন যে আরপি-র কর্তব্যের উপর ভিত্তি করে এনসিএলটির এখতিয়ার নির্ধারণ করা যায় না।

টিসিএস লিমিটেড বনামবিশাল ঘিসুলাল জৈন, সংকল্প প্রফেশনাল, ১০৯৭

এসকে হুইলস প্রাইভেট লিমিটেড [ড. ধনঞ্জয়া ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি]

অ্যাম্বাসি প্রপার্টি ডেভেলপমেন্টস (প্রাইভেট) লিমিটেড বনাম কর্ণাটক রাজ্য[১১] মামলায় এই আদালতের রায়ের ভিত্তিতে নির্ভরতা স্থাপন করা হয়েছিল, যেখানে এই আদালত স্থির করেছিল যে আরপির কর্তব্যগুলি এনসিএলটির এখতিয়ার এবং ক্ষমতার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। যদিও আরপির দায়িত্ব এবং এনসিএলটির এখতিয়ারকে একত্রিত করা যায় না, গুজরাটে উর্জা (উপরে), এই আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে আরপি দেউলিয়া সমাধান প্রক্রিয়া সম্পর্কিত বিরোধের বিচারের জন্য এনসিএলটির কাছে যেতে পারে। কিন্তু যখন বিরোধ দেখা দেয় তখন কর্পোরেট ঋণদাতার দেউলিয়া অবস্থাকে অবজ্ঞা করে, আরপিকে অবশ্যই প্রাসঙ্গিক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের (অনুচ্ছেদ ৭২) কাছে যেতে হবে। পরবর্তী অনুচ্ছেদে আমরা আলোচনা করেছি যে সমাপ্তি বিজ্ঞপ্তি এবং দেউলিয়া সমাধানের কার্যধারার মধ্যে কোনও যোগসূত্র রয়েছে কিনা।

২৩) আপীলকারীর পক্ষ থেকে আরও অনুরোধ করা হয় যে, এনসিএলটি এবং এনসিএলটি ১৯৬৩-এর নির্দিষ্ট ত্রাণ আইনের ধারা ১৪[১২]-এর আদেশ উপেক্ষা করে একটি নির্ধারিত চুক্তি থেকে একটি অ-সমাপ্তি চুক্তিতে পরিবর্তিত চুক্তির প্রকৃতি পুনর্বিবেচনা করেছে। এটি আইনের একটি স্থির অবস্থান যে আইবিসি একটি সম্পূর্ণ বিধি এবং ধারা ২৩৮ অন্যান্য সমস্ত আইনকে অগ্রাহ্য করে। এনসিএলটি তার অবশিষ্ট এখতিয়ারে চুক্তির সমাপ্তি স্থগিত করার ক্ষমতা রাখে যদি এটি গুজরাট উর্জায় (সুপ্রা) এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত মানদণ্ড পূরণ করে। যে কোনও ক্ষেত্রে, এনসিএলটি এবং এনসিএলটি-র হস্তক্ষেপকে পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তির পুনর্লিখন হিসাবে চিহ্নিত করা যায় না।এন.সি.এল.টি এবং এন.সি.এল.এ.টি-কে কর্পোরেট ঋণদাতার অস্তিত্ব রক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং যদি তৃতীয় পক্ষের কোনও পদক্ষেপ সি. আই. আর. পি-র অধীনে থেকে পা কেটে দিতে পারে তবে তারা হস্তক্ষেপ করতে পারে।

২৪) আপীলকারীর পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে যে, এন.সি.এল.এ.টি আই. বি. সি-র ১৪ নং ধারাটি ভুলভাবে পড়েছে, যার বর্তমান মামলায় কোনও প্রয়োগ নেই। আই. বি. সি-র ১৪ নং ধারাটি এইভাবে প্রদান করেঃ

"ধারা ১৪-স্থগিতাদেশ

১১) (২০২০) ১৩ এসসিসি ৩০৮

১২) "ধারা ১৪-চুক্তিগুলি বিশেষভাবে প্রয়োগযোগ্য নয়

নিম্নলিখিত চুক্তিগুলি বিশেষভাবে প্রয়োগ করা যাবে না, যথাঃ-

(ক) যেখানে চুক্তির কোনও পক্ষ ধারা ২০-এর বিধান অনুসারে চুক্তির প্রতিস্থাপিত কার্যকারিতা অর্জন করেছে;

(খ) একটি চুক্তি, যার সম্পাদনে একটি অবিচ্ছিন্ন দায়িত্ব পালন জড়িত যা আদালত তদারকি করতে পারে না;

(গ) এমন একটি চুক্তি যা পক্ষগুলির ব্যক্তিগত যোগ্যতার উপর এতটাই নির্ভরশীল যে আদালত তার বস্তুগত শর্তাবলীর নির্দিষ্ট কার্যকারিতা প্রয়োগ করতে পারে না; এবং

(ঘ) এমন একটি চুক্তি যা তার প্রকৃতিতে নির্ধারণযোগ্য।

(১) উপ-ধারা (২) এবং (৩) এর বিধান সাপেক্ষে, দেউলিয়া শুরু হওয়ার তারিখে, বিচারকারী কর্তৃপক্ষ আদেশ দ্বারা নিম্নলিখিত সমস্ত কিছু নিষিদ্ধ করার জন্য স্থগিতাদেশ ঘোষণা করবে, যথাঃ-

(ক) কোনও আদালত, ট্রাইব্যুনাল, সালিসি প্যানেল বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের কোনও রায়, ডিক্রি বা আদেশ কার্যকর করা সহ কর্পোরেট ঋণদাতার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের বা মুলতুবি মামলা বা কার্যধারা অব্যাহত রাখা;

(খ) কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার দ্বারা তার কোনও সম্পদ বা কোনও আইনি অধিকার বা উপকারী সুদের হস্তান্তর, ঋণভার, বিচ্ছিন্নকরণ বা নিষ্পত্তি;

(গ) আর্থিক সম্পদের সুরক্ষিতকরণ ও পুনর্গঠন এবং সুরক্ষা সুদ আইন, ২০০২ (২০০২-এর ৫৪)-এর অধীনে যে কোনও পদক্ষেপ সহ কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার দ্বারা তার সম্পত্তির ক্ষেত্রে তৈরি যে কোনও সুরক্ষা সুদ বন্ধ, পুনরুদ্ধার বা প্রয়োগ করার জন্য যে কোনও পদক্ষেপ;

(ঘ) কোনও মালিক বা ইজারা গ্রহীতার দ্বারা কোনও সম্পত্তির পুনরুদ্ধার যেখানে এই ধরনের সম্পত্তি কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার দখলে বা দখলে রয়েছে।

ব্যাখ্যা--এই উপ-ধারার উদ্দেশ্যে, এটিই স্পষ্ট করা হলো যে, বর্তমানে কার্যকর অন্য কোনো আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, ক্ষেত্রভিত্তিক নিয়ন্ত্রক বা বর্তমানে কার্যকর অন্য কোনো আইনের অধীনে গঠিত অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত কোনো অনুমতিপত্র, পারমিট, নিবন্ধন, কোটার অধিকার, সুবিধা, ছাড়পত্র বা অনুরূপ মঞ্জুরি বা অধিকার দেউলিয়াত্বের ভিত্তিতে স্থগিত বা বাতিল করা হবে না, শর্ত থাকে যে, মোরাটোরিয়াম সময়সীমার মধ্যে উক্ত অনুমতিপত্র, পারমিট, নিবন্ধন, কোটার অধিকার, সুবিধা, ছাড়পত্র বা অনুরূপ মঞ্জুরি বা অধিকারের ব্যবহার বা ধারাবাহিকতা থেকে উদ্ভূত বর্তমান পাওনাদির পরিশোধে কোনো ব্যর্থতা থাকবে না;

(২) কর্পোরেট ঋণগ্রহীতাকে প্রয়োজনীয় পণ্য বা পরিষেবার সরবরাহ, যা নির্দিষ্ট করা যেতে পারে, স্থগিতাদেশের সময়কালে বাতিল বা স্থগিত বা ব্যাহত করা হবে না।

(২ক) যেখানে অন্তর্বর্তীকালীন সমাধান পেশাদার বা সমাধান পেশাদার, যেমনটি প্রযোজ্য, কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার মূল্য রক্ষা এবং সংরক্ষণের জন্য এবং এই ধরনের কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পণ্য বা পরিষেবা সরবরাহকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন,

টিসিএস লিমিটেড বনামবিশাল ঘিসুলাল জৈন, সংকল্প প্রফেশনাল, ১০৯৯

এসকে হুইলস প্রাইভেট লিমিটেড [ড. ধনঞ্জয়া ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি]

তবে স্থগিতাদেশের সময়কালে এই জাতীয় পণ্য বা পরিষেবাগুলির সরবরাহ বন্ধ, স্থগিত বা বিঘ্নিত হবে না, যদি না এই জাতীয় কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা স্থগিতাদেশের সময়কালে বা নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে এই জাতীয় সরবরাহ থেকে উদ্ভূত বকেয়া পরিশোধ না করে থাকে।

(৩) উপ-ধারা (১)-এর বিধানগুলি-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না--

(ক) আর্থিক ক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রক বা অন্য কোনও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরামর্শ করে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অবহিত লেনদেন, চুক্তি বা অন্যান্য ব্যবস্থা;

(খ) একজন নিশ্চয়তাকারী, যিনি একটি গ্যারান্টি চুক্তিতে কোনো কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার জন্য দায়বদ্ধ।

(৪) এই ধরনের আদেশের তারিখ থেকে কর্পোরেট দেউলিয়া সংকল্প প্রক্রিয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত স্থগিতাদেশের আদেশ কার্যকর থাকবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কর্পোরেট দেউলিয়া সংকল্প প্রক্রিয়া চলাকালীন যে কোনও সময়ে, বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ যদি ৩১ ধারার উপ-ধারা (১) এর অধীনে সংকল্প প্ল্যান অনুমোদন করে বা ৩৩ ধারার অধীনে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার অবলুপ্তির জন্য কোনও আদেশ পাস করে, তবে এই অনুমোদন বা অবলুপ্তির আদেশের তারিখ থেকে স্থগিতাদেশ কার্যকর হবে না।"

(জোর যোগ করা হয়েছে)

স্বীকার করা যায় যে, আপীলকারী ধারা ১৪ (২)-এর পরিপ্রেক্ষিতে কর্পোরেট ঋণদাতাকে কোনও পণ্য বা পরিষেবা সরবরাহ করছেন না বা ধারা ১৪ (১) (ঘ)-এর অধীনে পরিকল্পিত সম্পত্তির মালিক বা ইজারাদাতা হিসাবে কর্পোরেট ঋণদাতার দখলে বা দখলে থাকা কোনও সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করছেন না। এটি কর্পোরেট ঋণদাতার পরিষেবাগুলি গ্রহণ করছে এবং কর্পোরেট ঋণদাতার দ্বারা ইজারা দেওয়া সম্পত্তি ব্যবহার করছে। সুতরাং, ধারা ১৪ প্রকৃতপক্ষে বর্তমান ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তবে, গুজরাটে উর্জা (সুপ্রা)-তে বলা হয়েছিল যে আইবিসি-র অধীনে পরিকল্পিত বিচারিক হস্তক্ষেপের ভিত্তিতে এনসিএলটি-র এখতিয়ার ধারা ১৪ দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। এটি ৬০ (৫) (গ) ধারার অধীনে তার অবশিষ্ট এখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারে আইন এবং সত্যের প্রশ্নগুলির উপর বিচার করার জন্য যা একটি দেউলিয়া সমাধান প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত বা উদ্ভূত হয়। এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছেঃ

"৯১) আই. বি. সি-র ৬০ (৫) (গ) ধারার অধীনে এন.সি.এল.টি-এর অবশিষ্ট এখতিয়ার দেউলিয়া সংক্রান্ত নিষ্পত্তি কার্যক্রম থেকে উদ্ভূত আইনগত বা তথ্যগত প্রশ্নগুলির বিচার করার জন্য এটিকে বিস্তৃত বিচক্ষণতা প্রদান করে।

এন.সি.এল.টি-র এখতিয়ার যদি আই. বি. সি-র ধারা ১৪ দ্বারা নিষিদ্ধ পদক্ষেপের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত, তবে আই. বি. সি-র ধারা ৬০ (৫) (গ) আইন প্রণয়নের জন্য আইনসভার কোনও প্রয়োজন থাকত না। ধারা ৬০ (৫) (গ)-কে অযৌক্তিক বলে মনে করা হত যদি ধারা ১৪-কে আই. বি. সি-র অধীনে কর্পোরেট ঋণদাতার মূল্য এবং "চলমান উদ্বেগ" হিসাবে তার মর্যাদা সংরক্ষণের বিষয়ে বিচার বিভাগীয় হস্তক্ষেপের ভিত্তিগুলির সম্পূর্ণ বলে মনে করা হয়। আমরা আরও যোগ করতে তাড়াহুড়ো করি যে এন.সি.এল.টি দ্বারা অবশিষ্ট ক্ষমতার প্রয়োগের বৈধতা সম্পর্কে আমাদের অনুসন্ধান এই মামলার তথ্যের উপর ভিত্তি করে। আমরা এন.সি.এল.টি দ্বারা অবশিষ্ট ক্ষমতার প্রয়োগের রূপরেখা সম্পর্কে একটি সাধারণ নীতি নির্ধারণ করছি না। যাইহোক, এটি উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে এনসিএলটি দেউলিয়া কার্যধারার বিষয়গুলির উপর তার এখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারে না কারণ এই জাতীয় বিষয়গুলি আইবিসির আওতার বাইরে চলে যাবে। ধারা ৬০ (৫) (গ) এর অন্য কোনও ব্যাখ্যা সতীশ কুমার গুপ্ত [এসার স্টিল (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিওসি) বনাম সতীশ কুমার গুপ্ত, (২০২০) ৮ এসসিসি ৫৩১: (২০২১) ২ এসসিসি (সিভ) ৪৪৩] মামলায় এই আদালতের ধারণার বিরোধিতা করবে।"

২৫) সি. আই. আর. পি শুরু হওয়ার আগে, আপীলকারী একাধিকবার কর্পোরেট ঋণদাতার কাছে জানিয়েছিলেন যে তার পরিষেবাগুলিতে ঘাটতি রয়েছে। কর্পোরেট ঋণদাতার বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল যে সুবিধা চুক্তির জরিমানা এবং সমাপ্তির ধারাগুলি আহ্বান করা যেতে পারে। এটি আপীলকারীর ১লা আগস্ট ২০১৮, ১৭ই সেপ্টেম্বর ২০১৮, ১লা অক্টোবর ২০১৮ এবং ১১ই অক্টোবর ২০১৮ তারিখের যোগাযোগ থেকে স্পষ্ট। ১৩ অক্টোবর ২০১৮ তারিখের ইমেলটিতে আপীলকারী বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে কর্পোরেট ঋণদাতার দ্বারা প্রদত্ত হাউসকিপিং কর্মী অপর্যাপ্ত ছিল। আপীলকারী স্পষ্টতই ১৯ নভেম্বর ২০১৮ তারিখের ইমেল থেকে প্রকাশিত তার নিজস্ব কর্মী নিয়োগ করতে বাধ্য হয়েছিল। কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা স্বীকার করেছেন যে আপীলকারী তার নিজস্ব হাউসকিপিং কর্মীকে ব্যবহার করছেন এবং চালান থেকে খরচ কেটে নিচ্ছেন। আপীলকারী আবার কর্পোরেট ঋণদাতাকে ইউ. পি. এস-এর ত্রুটিপূর্ণ ব্যাটারি পরিবর্তন করতে এবং ৩ ফেব্রুয়ারী ২০১৯ তারিখের তার ইমেইলে পরিষ্কার করার পণ্য সরবরাহ করার জন্য অবহিত করেছেন। ১০ই জুন ২০১৯ তারিখের সমাপ্তি বিজ্ঞপ্তিেও কর্পোরেট ঋণদাতার পরিষেবার ঘাটতিগুলি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সমাপ্তি বিজ্ঞপ্তিতে নিম্নলিখিত ঘাটতিগুলি উল্লেখ করা হয়েছেঃ

"১) পরীক্ষা এবং অ-পরীক্ষার দিনগুলিতে ব্যক্তিগত দক্ষতার ন্যূনতম স্তর বজায় না রাখা যা সংযুক্তি খ, টেবিল গ অনুসারে অমান্য এবং প্রক্রিয়া লঙ্ঘন।

২) সাজানো এবং নকশা নির্দেশিকা (সংযোজনী খ, সারণী ঘ) মেনে চলা হচ্ছে না।

টিসিএস লিমিটেড বনামবিশাল ঘিসুলাল জৈন, সংকল্প প্রফেশনাল, ১১০১

এসকে হুইলস প্রাইভেট লিমিটেড [ড. ধনঞ্জয়া ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি]

ক) আসবাবপত্রের ভাঙা অবস্থা

খ) পরীক্ষাগার, সার্ভার রুম এবং ইউ. পি. এস কক্ষগুলিতে তাপমাত্রা এবং বায়ুচলাচল বজায় রাখা হচ্ছে না

গ) আবাসন কর্মী মোতায়েন

ঘ) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং কেন্দ্রের রক্ষণাবেক্ষণ

৩) ব্র্যান্ডিং এবং নেভিগেশন সুবিধা চুক্তির সংযুক্তি চ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

২৬) গুজরাটে উরজা (উপরে উল্লিখিত)-তে, ইন্স ফ্যাক্টো ধারার ভিত্তিতে তৃতীয় পক্ষ দ্বারা বিতর্কিত চুক্তিটি বাতিল করা হয়েছিল, অর্থাৎ, দেউলিয়া হওয়ার বিষয়টি নিজেই একটি খেলাপি ঘটনা গঠন করে। সেই প্রসঙ্গে, এই আদালত স্থির করেছিল যে কর্পোরেট ঋণদাতার দেউলিয়া হওয়ার বিষয়ে পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তিগত বিরোধের উদ্ভব হয়েছিল এবং এটি ৬০ (৫) (গ) ধারার অধীনে এন.সি.এল.টি-র এখতিয়ারের জন্য উপযুক্ত ছিল। এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে "... এন.সি.এল.টি-র বিরোধ নিষ্পত্তি করার এখতিয়ার রয়েছে, যা কেবলমাত্র কর্পোরেট ঋণদাতার দেউলিয়া হওয়া থেকে উদ্ভূত হয় বা যার সাথে সম্পর্কিত... কর্পোরেট ঋণদাতার দেউলিয়া হওয়ার সাথে সংযোগ অবশ্যই বিদ্যমান থাকতে হবে" (অনুচ্ছেদ ৬৯)। সুতরাং, এন.সি.এল.টি-র অবশিষ্ট এখতিয়ার আহ্বান করা যাবে না যদি কোনও চুক্তির সমাপ্তি কর্পোরেট ঋণদাতার দেউলিয়া হওয়ার সাথে সম্পর্কিত নয় এমন ভিত্তিতে হয়।

২৭) এটা স্পষ্ট যে, আপীলকারী কর্পোরেট ঋণদাতাকে বার বার জানিয়েছিলেন যে, তার পরিষেবার ঘাটতি রয়েছে এবং এটি তার চুক্তিগত বাধ্যবাধকতার কারণে ভুল হচ্ছে। সুবিধা চুক্তির সমাপ্তি কর্পোরেট ঋণদাতার দেউলিয়া হওয়ার কারণে হয়েছিল বলে ইঙ্গিত করার মতো কিছুই নেই। ঘটনাগুলির গতিপথ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ২০১৯ সালের ১০ই জুন তারিখের সমাপ্তি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অভিযুক্ত লঙ্ঘনগুলি কর্পোরেট ঋণদাতার দেউলিয়া হওয়ার কারণে চুক্তিটি বাতিল করার জন্য কোনও ধোঁয়াশা ছিল না। সুতরাং, আমরা মনে করি যে, এনসিএলটি-র বর্তমান চুক্তিগত বিরোধটি গ্রহণ করার কোনও অবশিষ্ট এখতিয়ার নেই যা কর্পোরেট ঋণদাতার দেউলিয়া হয়ে যাওয়াটিকে অপমান করে। বিরোধের উপর এখতিয়ারের অভাবে, এনসিএলটি সমাপ্তির বিজ্ঞপ্তির উপর একটি অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ আরোপ করতে পারত না। এনসিএলটি ভুলভাবে এনসিএলটির অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ বহাল রেখেছে।

২৮) যদিও বর্তমান মামলায়, এই আদালত কর্তৃক প্রণীত দ্বিতীয় ইস্যুটির কোনও প্রভাব নেই, আমরা একটি চুক্তি বাতিল করার জন্য কোনও পক্ষের চুক্তিগত অধিকারে হস্তক্ষেপের বিষয়ে এনসিএলটি এবং এনসিএলটি-কে সতর্কতার নোট জারি করতে চাই।

দেউলিয়া সংক্রান্ত চুক্তিগত বিরোধ দেখা দিলেও, কোনও পক্ষকে চুক্তিটি বাতিল করা থেকে বিরত রাখা যেতে পারে শুধুমাত্র যদি এটি সি. আই. আর. পি-এর সাফল্যের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে। গুরুত্বপূর্ণভাবে, চুক্তির সমাপ্তির ফলে কর্পোরেট ঋণদাতার কর্পোরেট মৃত্যু হওয়া উচিত। গুজরাটে উর্জা (উপরে), এই আদালত এইভাবে রায় দিয়েছেঃ

"১৭৬) যেহেতু ধারা ৬০ (৫) (গ)-তে ব্যবহৃত শর্তাবলী ব্যাপকভাবে বি আমদানির, যা একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্তৃত্বের লাইনে স্বীকৃত, আমরা মনে করি যে এনসিএলটি-কে আপীলকারীকে পিপিএ বাতিল করা থেকে বিরত রাখার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। যাইহোক, আমাদের সিদ্ধান্তটি বর্তমান ক্ষেত্রে সি. আই. আর. পি-এর সাফল্যের জন্য পিপিএ-এর কেন্দ্রীয়তার স্বীকৃতির উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে, যেহেতু এটি বিদ্যুৎ বিক্রির একমাত্র চুক্তি যা কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার দ্বারা প্রবেশ করা হয়েছিল। এটি করার সময়, আমরা পুনর্ব্যক্ত করি যে এনসিএলটি-কে এই ক্ষেত্রে পিপিএ-র সমাপ্তি বাতিল করার ক্ষমতা দেওয়া হত কারণ সমাপ্তিটি কেবল দেউলিয়া হওয়ার ভিত্তিতে হয়েছিল। আই. বি. সি-র ধারা ৬০ (৫) (গ)-এর অধীনে এন.সি.এল.টি-র এখতিয়ার এমন বিষয়গুলিতে প্রয়োগ করা যাবে না যেখানে কর্পোরেট ঋণদাতার দেউলিয়া হওয়ার সাথে সম্পর্কিত নয় এমন ভিত্তিতে একটি সমাপ্তি ঘটতে পারে। আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে, এখানে ৯.২.১ (ঙ) অনুচ্ছেদের মতো ইপ্স ফ্যাক্টো ধারার উপর ভিত্তি করে কোনও চুক্তির বৈধ সমাপ্তির ক্ষেত্রেও এটি আহ্বান করা যাবে না, যদি এই ধরনের সমাপ্তি কর্পোরেট ঋণদাতার মৃত্যু নিশ্চিত করার প্রভাব না ফেলে।এইভাবে, ভবিষ্যতের সমস্ত ক্ষেত্রে, এন.সি.এল.টি-কে বৈধ চুক্তিগত অবসানগুলি সরিয়ে রাখার বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে যা কেবল কর্পোরেট ঋণদাতার মূল্যকে হ্রাস করবে এবং কর্পোরেট ঋণদাতার একমাত্র চুক্তি হওয়ার কারণে এটিকে কর্পোরেট মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেবে না (যেমনটি এই বিষয়টির অনন্য বাস্তব ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে ছিল)।

১৭৭) বর্তমান মামলায় আমাদের হস্তক্ষেপের শর্তাবলী সীমিত। এস. আই. সি. এ-র ২২ ধারার অধীনে সরকারের পুনরুজ্জীবনের জন্য বিচার বিভাগীয় হস্তক্ষেপের একটি উর্বর ভিত্তি তৈরি করা উচিত নয় যা বিস্তৃত চুক্তি স্থগিত করার বিধান দেয়। এস. আই. সি. এ-র ২২ ধারাকে পিছনের দরজা দিয়ে আনা যায় না। এই ক্ষেত্রে আমাদের হস্তক্ষেপের ভিত্তি এই সত্য থেকে উদ্ভূত হয় যে আমরা যদি পি. পি. এ-র অবসান ঘটাতে অনুমতি দিই যা কর্পোরেট ঋণদাতার একমাত্র চুক্তি, যা বিদ্যুৎ সরবরাহ পরিচালনা করে যা এটি তৈরি করে, এটি সি. আই. আর. পি-এর অধীনে কার্পেটকে টেনে আনবে, যা কর্পোরেট ঋণদাতার কর্পোরেট মৃত্যুকে একটি পূর্বনির্ধারিত উপসংহার করে তুলবে।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

টিসিএস লিমিটেড বনামবিশাল ঘিসুলাল জৈন, সংকল্প প্রফেশনাল, ১১০৩

এসকে হুইলস প্রাইভেট লিমিটেড [ড. ধনঞ্জয়া ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি]

২৯) গুজরাট উর্জার (সুপ্রা) এই আদালত কর্তৃক প্রণীত সংকীর্ণ ব্যতিক্রমটি এনসিএলটি এবং এনসিএলটি-কে অন্তর্বর্তীকালীন ত্রাণের জন্য আবেদনগুলি পরীক্ষা করার সময়ও মনে রাখতে হবে। এনসিএলটি সিআইআরপি এবং কর্পোরেট ঋণদাতার বেঁচে থাকার সাফল্যের জন্য সুবিধা চুক্তির কেন্দ্রীয়তার প্রতি তার মন প্রয়োগ করেছে১৮ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখের এনসিএলটি-এর আদেশ থেকে বোঝা যায় না যে এনসিএলটি সিআইআরপি-এর সাফল্য এবং কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার টিকে থাকার ক্ষেত্রে সুবিধা চুক্তির কেন্দ্রবিন্দুতে তার মন প্রয়োগ করেছে। এনসিএলটি কেবল সমাপ্তি বিজ্ঞপ্তি জারি করার ক্ষেত্রে আপীলকারীর পক্ষ থেকে পদ্ধতিগত দুর্বলতার উপর নির্ভর করেছে, অর্থাৎ, এটি পরিষেবার ঘাটতি নিরাময়ের জন্য কর্পোরেট ঋণদাতাকে ত্রিশ দিনের বিজ্ঞপ্তি সময়কাল দেয়নি। এন.সি.এল.এ.টি তার বিতর্কিত রায়ে বলেছে যে এন.সি.এল.টি-র সিদ্ধান্ত কর্পোরেট ঋণদাতার 'চলমান উদ্বেগের' অবস্থা সংরক্ষণ করে তবে সুবিধা চুক্তির সমাপ্তি কীভাবে কর্পোরেট ঋণদাতার অস্তিত্বকে বিপদে ফেলবে সে সম্পর্কে কোনও প্রকৃত বিশ্লেষণ নেই।

৩০) স্বীকার করতেই হবে যে, এনসিএলটি এবং এনসিএলএটি-এর রায়ের পর এই আদালত গুজরাট উর্জার (উপরে) বর্তমান বিষয়বস্তুর উপর আইনটি স্পষ্ট করেছে। ভবিষ্যতে, এনসিএলটি-এর অবশিষ্ট ক্ষমতার প্রয়োগ উপরোক্ত সিদ্ধান্ত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত।

৩১) সেই অনুযায়ী আমরা ২০২০ সালের ২৪শে জুন তারিখের এন.সি.এল.এ.টি-র রায়টি বাতিল করে দিই। আপিলকারীর বিরুদ্ধে শুরু করা কার্যধারা এখতিয়ারের অনুপস্থিতির জন্য খারিজ হয়ে যাবে। খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ ছাড়াই উপরের শর্তে আপিল নিষ্পত্তি করা হয়।

৩২) বকেয়া আবেদন, যদি থাকে, নিষ্পত্তি করা হয়।

দিব্যা পান্ডে আপিল নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যভারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাত্ ভাসায় বোঝার জন্য এবং তা অন্যকোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না । সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে , রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামানিক হবে এবং কার্যকারী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে ।

Arfa Banerjee